ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে জায়গা পাচ্ছে ইটের সলিং!

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়ক। যেখানে থাকার কথা মসৃণ পিচঢালা সড়ক, সেখানে দেখা যাচ্ছে ইটের সলিং। কোথাও পুরো রাস্তা জুড়ে, কোথাও আবার বড় বড় গর্ত ভরাটে ব্যবহার করা হয়েছে ইট। এতে একদিকে যেমন যানবাহনের গতি কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও জনদুর্ভোগ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে, বরাদ্দ না থাকায় এটি সাময়িক ব্যবস্থা। তবে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে সড়কের মান ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের মোট ৪৭ কিলোমিটারের মধ্যে ঝিনাইদহ অংশে রয়েছে ২৪ কিলোমিটার। এই মহাসড়ক দিয়ে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ৩ হাজার যানবাহন চলাচল করে। মহাসড়কের অধিকাংশ জায়গা খানাখন্দে ভরা। আবার অনেক জায়গায় পিচ উঠে যাওয়ায় সেখানে ইটের সলিং তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শহরের আরাপপুর এলাকায় ৮০০ মিটার, ভাটইবাজারে ৬৫০ মিটার, গাড়াগঞ্জে ২০০ মিটার ও শেখপাড়া এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা ইটের সলিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তবে ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে অল্পদিনেই ইটের সলিং উঠে গেছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, ব্যস্ত মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে পিচ উঠে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় খানাখন্দ। এসব জায়গায় বালু ফেলে তার ওপর ইট বিছিয়ে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী চলাচলের পথ। ভারী যানবাহন চলাচলে ইট সরে গিয়ে তৈরি হচ্ছে আবার নতুন গর্ত। ফলে ওই মহাসড়ক দিয়ে চলাচলরত যানবাহনকে বারবার গতি কমাতে হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে যানজটও। বিশেষ করে রাতের বেলায় ইটের উঁচুনিচু অংশ চোখে না পড়ায় ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা।

ওই মহাসড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী আবির আহমেদ নামের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেন, “আগে ঝিনাইদহের হামদহ থেকে ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় লাগত। এখন রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে এক থেকে দেড় ঘণ্টাও ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে পারি না। অনেক সময় ক্লাস শুরু হয়ে যায়। গত দুই বছর ধরে আমাদের এমন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।”

স্থানীয় গড়াই পরিবহনের চালক ওসমান আলী বলেন, “এমন মহাসড়ক এর আগে আমাদের দেখতে হয়নি। পিচঢালা সড়কে হঠাৎ ইটের সলিং থাকায় গাড়ির যন্ত্রাংশ দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। গাড়ি নিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলতে হয়, ব্রেক কষলেও পিছলে যায়। ফলে আমাদের খুব ধীরে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। এজন্য যাত্রাসময় বেড়ে যাচ্ছে। একই অবস্থা মাসের পর মাস ধরে, স্থায়ী মেরামতের দেখা মিলছে না।”

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, “মহাসড়কে ইটের সলিং কোনোভাবেই টেকসই বা নিরাপদ সমাধান নয়। ভারী যানবাহনের চাপ সহ্য করার মতো শক্তি ইটের স্তরে থাকে না। ফলে দ্রুত ক্ষয় হয় এবং সড়ক আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি সরকার বিগত সময়ে সড়ক-মহাসড়ক সংস্কারের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়ক সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্টরা।”

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান বলেন, “ওই সময়ে মহাসড়ক সংস্কারের জন্য আমাদের যথাযথ বরাদ্দ ছিল না। তাই মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে চলাচল সচল রাখতে সাময়িকভাবে ইটের সলিং দেওয়া হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “ইতোমধ্যে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। বরাদ্দ পেলে শিগগিরই ঠিকাদার নিয়োগ করে সংস্কারকাজ শুরু করা হবে।”

কুষ্টিয়ায় প্রকাশ্যে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ায় দিনের বেলায় প্রকাশ্যে সানি শেখ সাগর (২৬) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (৮ মার্চ) দুপুরে শহরের চৌড়হাস চিনিকল সড়কের কোল্ডস্টোর পাড়া এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ওপর হামলা চালানো হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত সানি শেখ সাগর চৌড়হাস কোল্ডস্টোর এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কয়েকজন দুর্বৃত্ত চাপাতি ও রামদা নিয়ে সাগরের ডান পা, ডান হাত ও কপালসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

প্রাথমিকভাবে মাদকসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। নিহতের মরদেহ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহসহ ঘটনার রহস্য উদঘাটনে কাজ করছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত দামে ডিজেল বিক্রি, ২০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বিভিন্ন বাজারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের তদারকি অভিযানে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিজেল বিক্রির অভিযোগে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার কাঞ্চনপুর বাজার, বটতৈল ও ভাদালিয়া এলাকায় এ তদারকি অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কাঁচাবাজার, মুদি দোকান, জ্বালানি তেলের দোকান ও ফিলিং

স্টেশনগুলোতে মূল্যতালিকা, পণ্যের মান এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি যাচাই করা হয়।

এ সময় অনুমোদনহীন ও অনিরাপদ উপায়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণ এবং সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিজেল বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় কাঞ্চনপুর বাজারের মেসার্স আশিক হার্ডওয়্যার নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানটি পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অনিয়ম প্রতিরোধে এ ধরনের তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের সরকারি নির্দেশনা মেনে পণ্য বিক্রি এবং নিরাপদ উপায়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণের জন্য সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ভোক্তাদের কোনো অনিয়ম চোখে পড়লে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানানো হয়।

এ সময় অভিযানে সহযোগিতা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে নিখোঁজ দুই শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার গড়াই নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ হওয়া দুই শিশুর মধ্যে তাইবা (৭) নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। অপর শিশুকে উদ্ধারে নদীতে তল্লাশি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

রোববার (৮ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকা থেকে নিখোঁজের প্রায় ১৯ ঘণ্টা পর তাইবার মরদেহ উদ্ধার করা

হয়।

নিহত তাইবা একই এলাকার ফারুকের মেয়ে। এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছে একই এলাকার সোহেলের মেয়ে সুরাইয়া (৮) নামে আরেক শিশু।

নিহত তাইবা ও নিখোঁজ সুরাইয়া দুজনই ওসমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাইবার মরদেহ উদ্ধারের পর থেকে তার পরিবারের সদস্য ও স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দুপুরে ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকায় চার শিশু নদীতে গোসলে নামে। তারা সাঁতার কেটে মাঝনদীতে জেগে ওঠা চরের দিকে যাওয়ার সময় স্রোতের মুখে পড়ে যায়। এ সময় খেয়াঘাটে থাকা নৌকার মাঝিরা সামিয়া ও সুমাইয়া নামে দুই শিশুকে জীবিত উদ্ধার করলেও তাইবা ও সুরাইয়া পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়। এদিকে নিখোঁজ শিশুর সন্ধানে নদীর তীরে ভিড় করছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

খোকসা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইউনিট কর্মকর্তা রওশন আলী জানান, নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অপর শিশুকে উদ্ধারে ডুবুরি দল ও স্থানীয় জেলেরা নদীর বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত দামে জ্বালানি বিক্রির অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

জ্বালানি তেলের সংকট ও সরবরাহ অনিশ্চয়তার খবরে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন তেল পাম্পে ভিড় বেড়েছে। মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন নিয়ে চালকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে জ্বালানি নিতে দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে মোটরসাইকেলে মাত্র ২০০ টাকার জ্বালানি নেওয়ারও সীমাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে।

এদিকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রির

অভিযোগে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, ভেড়ামারা উপজেলার নতুনহাট এলাকার মেসার্স নয়ন ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রি করছিল। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোল ১৫০ টাকায় বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাৎক্ষণিক তদন্ত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ডা. গাজী আশিক বাহার প্রমাণ পান। এ সময় প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. জমসেদ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করলে তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে ভেড়ামারা পৌরসভার একটি স্বনামধন্য তেল পাম্প মেসার্স এম এ খালেক ফিলিং স্টেশনেও অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারী তাওসিফ জানান, তিনি ৪৫০ টাকার জ্বালানি নিলেও পাম্প কর্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে ৫০০ টাকা রাখে। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেও কোনো সমাধান না পেয়ে তিনি বিষয়টি সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করেন। পরে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাম্প কর্তৃপক্ষ এ সময় তাদের ভুল স্বীকার করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এ সময় দফাদার ফিলিং স্টেশন, মেসার্স মতিয়ার ফিলিং স্টেশন, মেসার্স সাহার ফিলিং স্টেশন, মিজান ফিলিং স্টেশন এবং এম এ খালেক ফিলিং স্টেশনসহ বেশ কয়েকটি পাম্প পরিদর্শন করা হয়। পাশাপাশি ছোট ছোট যেসব দোকানে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল বিক্রি করা হয়, সেগুলোতেও নজরদারি চালানো হয়।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ডা. গাজী আশিক বাহার বলেন, “নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে জ্বালানি বিক্রির বিষয়ে আমরা কঠোর অবস্থানে আছি। সঠিক তথ্য ও প্রমাণ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাই।”

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, জ্বালানি তেল বিক্রিতে অনিয়ম রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই শিশু নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার গড়াই নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই কন্যাশিশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। নিখোঁজ শিশুদের উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সমন্বয়ে উদ্ধার তৎপরতা চলছে।

শনিবার দুপুরের দিকে খোকসা উপজেলার গড়াই নদীর একটি ঘাটে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চারজন শিশু একসঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে পানির স্রোত ও গভীরতার কারণে তাদের মধ্যে দুজন তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজন ফারুকের মেয়ে তাইবা (৬) এবং অপরজন সোহেলের মেয়ে সুরাইয়া (৭)। তাদের বাড়ি খোকসা উপজেলার ওসমানপুর চরপাড়া আদর্শ গ্রামে।

ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা নদীতে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। স্থানীয় প্রশাসন ও এলাকাবাসীও উদ্ধারকাজে সহায়তা করছেন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শিশু দুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং ফায়ার সার্ভিসের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় তিন প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী বিক্রি এবং সংরক্ষণের অভিযোগে কুষ্টিয়া শহরে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

শনিবার কুষ্টিয়া সদর উপজেলার এন.এস. রোড বাজার এলাকায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে কাপড়ের দোকান, জুতা ও স্যান্ডেলের দোকান, কনফেকশনারি এবং ইফতার সামগ্রী বিক্রির দোকানগুলোতে মনিটরিং করা হয়। এ সময় অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

এর মধ্যে জমজম সুইটস অ্যান্ড কনফেকশনারিকে ২০ হাজার টাকা, নিউ শাহিন বেকারিকে ১০ হাজার টাকা এবং শাহিন বেকারি অ্যান্ড কনফেকশনারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

তিনি জানান, জনস্বার্থে বাজার তদারকি জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে রমজান মাসে ইফতার সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে এবং কোনো অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানে সহযোগিতা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম দায়িত্ব পালন করে।

কুষ্টিয়ায় জেলা জামায়াতের দোয়া ও ইফতার মাহফিল

কুষ্টিয়ায় উৎসবমুখর ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেল ৫টার দিকে শহরের অভিজাত দিশা টাওয়ার মিলনায়তনে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির ও কুষ্টিয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল গফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের টিম সদস্য ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য অধ্যক্ষ একেএম আলী মোহসীন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, রমজান মাস আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের মাস। সমাজের সর্বস্তরে ইনসাফ কায়েম এবং আর্তমানবতার সেবায় জামায়াতে ইসলামী সর্বদা বদ্ধপরিকর।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক সুজা উদ্দিন জোয়ার্দারের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবজাল হোসেন এবং খেলাফত মজলিস বাংলাদেশের নায়েবে আমির অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল হক মমিন, কুষ্টিয়া শহর জামায়াতের আমির এনামুল হক, মিরপুর উপজেলা আমির রেজাউল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া শহর শিবিরের সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি মমিন বিশ্বাস ও মাজহার মাহবুব, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আল মামুন খন্দকার সাগর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু মনি জুবায়েদ রিপন, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বাচ্চু এবং কুষ্টিয়া জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তারিকুল হক

তারিকসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও সুধীজন।

আলোচনা সভা শেষে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা এবং দেশ ও জাতির সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। মোনাজাতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং আর্তমানবতার মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়। দোয়া শেষে উপস্থিত সকলে একসঙ্গে ইফতারে শরিক হন।

কুষ্টিয়ায় ভোক্তার অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়া শহরের বড়বাজার এলাকায় অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে সেমাই উৎপাদনের দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গতকাল রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার এসসি বি রোড ও বড়বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলীর নেতৃত্বে বিশেষ এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, শহরের ‘নাবিল ফ্লাওয়ার মিলস’-এ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে সেমাই উৎপাদন করা হচ্ছিল। এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে ‘মুনমুন ফ্লাওয়ার মিলস’ নামক অপর একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা যায়, সেখানেও চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি যথাযথ প্রক্রিয়ায় পণ্য সংরক্ষণ ও মোড়কীকরণ করা হচ্ছিল না। এ অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান চলাকালে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল

সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী জানান, জনস্বার্থে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এ ধরনের তদারকিমূলক অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

উপরওয়ালা কুষ্টিয়ায় কেউ নেই, উপরওয়ালা এখন আমি: আমির হামজা

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য ও আলোচিত ইসলামী বক্তা মুফতি আমির হামজা বলেছেন, “মেডিকেল এবং সদর হাসপাতাল নিয়ে কিছু অভিযোগ আমার কাছে লিখিত আছে। আমি জানিয়েছি এগুলো পাল্টাতে হবে। ওনারাও প্রথমে অন্তত ভুল স্বীকার করেছে এবং ক্ষমা চেয়েছে, আর বলেছে, এটা আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে ছিল এবং উপরওয়ালার দোষ দেয়। মনে হচ্ছে উপরওয়ালা কুষ্টিয়ায় কেউ নেই, উপরওয়ালা এখন আমি। সুতরাং যা কিছু হবে আমাকে জানাবেন।”

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, “যে বিভিন্ন স্পিডম্যানির কথা বলা হয় এবং কালো কিছু হাত আছে, এই হাতগুলোর কথাও গোপনে কেউ কেউ জানিয়েছে। আমি সরাসরি জানিয়েছি, ২ নম্বরী যদি কেউ করতে চায় সরাসরি বলবেন যে মাওলানার কাছে টাকা দেওয়া আছে। আপনারা উনার কাছে যান। এত ক্ষমতা নিয়ে কে কুষ্টিয়ায় চলে, আমি দেখব।”

আমির হামজা বলেন, “আমাদের আবেগের জায়গা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল। এটা আমরা পুনরায় চালু করতে চাই। কয়েকটা বিভাগ চালু আছে, পূর্ণাঙ্গভাবে যেন চালু হয় সে বিষয়ে আজকের মিটিং ছিল। আমরা প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা আলোচনা করেছি এবং কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়েছি। আপনারা দোয়া করুন, আগামী কিছুদিনের মধ্যে অন্তত একটা সুখবর শুনতে পারবেন। শুনলে আনন্দ পাবেন।”

তিনি আরও বলেন, “বিশেষ করে কুষ্টিয়ার আশপাশের চার-পাঁচটা জেলার মানুষের সেবার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। এটাই মূলত আমাদের লক্ষ্য। আজকের মিটিংয়ে দুইটি বিষয় সমাধান হয়েছে। বাকিগুলোও ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই হবে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেন, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।